জীবনের দ্বার অধ্যয়নে আপনাকে স্বাগত জানাই

প্রথম পাঠটি শুরু করার আগে দয়া করে এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি পড়ুন। এখানে "জীবনের দ্বার" পাঠটির উদ্দেশ্য এবং তা ব্যবহারের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জীবনের দ্বার কি?

"জীবনের দ্বার" হল বাইবেলের প্রাথমিক শিক্ষার এক পাঠক্রম। এর প্রত্যেকটি পাঠ আপনার জন্য এমন শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে দেবে যার উপরে আপনি আপনার জীবন গড়ে তুলতে পারবেন। এই "জীবনের দ্বার" আপনাকে শেখাবে, কি করে আপনার বাইবেলটিকে আপনি সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন এবং ঈশ্বর আপনার জন্য যে অমূল্য সম্পদ রেখেছেন, তা কি করে আহরণ করবেন।

'জীবনের দ্বার' কিভাবে ব্যবহার করবেন?

- পদগুলি সর্বদা আপনার বাইবেল থেকে খুঁজে বের করুন।
- পদগুলিকে আপনার বাইবেলে চিহ্নিত করে রাখুন।
- একটি নোটবুক রাখুন যেখানে ব্যক্তিগত টীকা, প্রশ্ন ও উত্তর লিখে রাখতে পারবেন।
- কয়েকটি পদ মুখস্ত করুন, অন্ততঃ পক্ষে অধ্যয়ন মালার শেষ পাতার পদগুলি মুখস্থ করুন।

বিভিন্ন ভাগ ও তার চিহ্ন সকল

বাইবেল শিক্ষা

এই চিহ্নটি "বাইবেল শিক্ষা"র প্রতীক। প্রতিটি পাঠমালার প্রারম্ভে এই চিহ্নটি পাঠের বিষয় সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করে।

বাইবেল অনুসন্ধান: ব্যক্তিগত অধ্যয়ন

এই পর্যায়ে আপনার কিছু করণীয় আছে। এটি আপনাকে বাইবেল কি বলে তা জানতে সাহায্য করে, যেন তা আপনার জীবনে কাজে লাগাতে পারেন।

বিভিন্ন ভাগ ও তাদের চিহ্ন সকল (ক্রমশঃ)

কাজ করার সময়: বাক্য অনুযায়ী কার্য্য করুন

কর্ম ছাড়া বিশ্বাস বৃথা। সেই জন্য প্রতিটি পাঠের পর আমরা কিছু করার জন্য আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই। যখন আপনি প্রাপ্ত শিক্ষা অনুসারে কাজ করবেন তখনই ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনার কাছে বাস্তব হয়ে দাঁড়াবে।

মনে রাখার সময়: বাইবেলের পদগুলি মুখস্থ করুন

প্রতিটি পাঠে মুখস্থ করে রাখার জন্য দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলের পদ বাছাই করা হয়েছে। সবচেয়ে ভালো হবে মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত পদগুলি জোরে জোরে পাঠ করুন। বাক্যগুলি নিয়মিত ধ্যান করুন এবং পদগুলিকে আপনার জীবনের এক অংশ হয়ে উঠতে দিন।

প্রশংসার সময়

এখন আমরা আপনাকে ঈশ্বরের প্রশংসা ও আরাধনা করতে উৎসাহিত করতে চাই। ঈশ্বরকে বলুন যে, তিনি কত মহান অথবা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশংসা গান করুন।

***"জীবনের দ্বার"* অধ্যয়নে আপনাকে স্বাগত জানাই, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।**

বাইবেলের পুস্তকগুলির নাম সংক্ষেপে

পুরাতন নিয়ম				*নতুন নিয়ম*	
আদিপুস্তক	আদি	যিরমিয়	যির	মথি	মথি
যাত্রাপুস্তক	যাত্রা	বিলাপ	বিলাপ	রোমীয়	রোমীয়
লেবীয়পুস্তক	লেবীয়	যিহিষ্কেল	যিহিঃ	১ করিন্থীয়	১ করিঃ
গণনাপুস্তক	গণনা	দানিয়েল	দানিঃ	২ করিন্থীয়	২ করিঃ
দ্বিতীয় বিবরণ	দ্বিঃ বিঃ	হোশেয়	হোশেয়	গালাতীয়	গালাঃ
যিহোশূয়	যিহোঃ	ওবদিয়	ওবঃ	ইফিষীয়	ইফিঃ
বিচার কর্ত্তৃকগণ	বিচার	যোনা	যোনা	ফিলিপীয়	ফিলিঃ
১ শমূয়েল	১ শমূ	মীখা	মীখা	কলসীয়	কলঃ
২ শমূয়েল	২ শমূ	নহুম	নহুম	১ থিসলনীকীয়	১ থিসঃ
১ বংশাবলি	১ বংশা	হবক্কুক	হবঃ	২ থিসলনীকীয়	২ থিসঃ
২ বংশাবলি	২ বংশা	সফনিয়	সফ	১ তীমথিয়	১ তীমঃ
নহিমিয়	নহি	হগয়	হগয়	২ তীমথিয়	২ তীমঃ
ইষ্টের	ইষ্টের	সখরিয়	সখ	তীত	তীত
গীতসংহিতা	গীত	মালাখি	মালা	ফিলীমন	ফিলীঃ
হিতোপদেশ	হিতো			ইব্রীয়	ইব্রীয়
পরমগীত	পরম			যাকোব	যাকোব
যিশাইয়	যিশঃ			প্রকাশিত বাক্য	প্রকাঃ

ঈশ্বর এক আশ্চর্য্য পিতা

এই পাঠের বিষয়বস্তু:

"জীবনের দ্বার" শীর্ষকের প্রথম পাঠমালায় আপনাকে স্বাগত জানাই। ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেলের মূল সত্যগুলি আজ আপনি শিখতে পারবেন। সমস্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর বাইবেলেই আছে, যা ঈশ্বরের বাক্য। এইসব সত্যগুলি আপনার জানা উচিৎ।

এই পাঠে আলোচিত প্রশ্নগুলি হল:

- **ঈশ্বর কে?**
- **ঈশ্বর কেমন?**
- **আমি কি করে ঈশ্বরকে জানবো?**

নীচের নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ করুন:

✓ নির্বাচিত অংশগুলি পাঠ করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলির নীচে দাগ দিন।

✓ শাস্ত্রের পদগুলি আপনার বাইবেল থেকে খুঁজে বের করুন।

✓ এবারে সেগুলির তলায় দাগ দিয়ে রাখুন।

যতবেশী অধ্যয়ন করবেন, এর অর্থ এবং তাৎপর্য্য তত ভালো করে বুঝতে পারবেন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

১ ঈশ্বর কে?

ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা

আদি ১:১

বাইবেল বলছে, **"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।"**

এমন এক সময় ছিল যখন এই আকাশমণ্ডল বা পৃথিবী কিছুই ছিল না। দিন বা রাত ছিল না, ছিল না কোন জীবন্ত প্রাণী। একমাত্র স্বয়ং জীবন্ত ঈশ্বর ছিলেন।

আদি ১:৩ (আদি পুস্তকের সম্পূর্ণ এক অধ্যায় পাঠ করুন।)

কিন্তু ঈশ্বর নর-নারী সৃষ্টি করতে চাইলেন, চাইলেন সেই নর-নারীর বসবাসের জন্য এক সুন্দর জগৎ তৈরী করতে। শূন্য থেকে তিনি সবকিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি শুধু বললেন: "দীপ্তি হউক", আর আলোর উন্মেষ হল। যখন তিনি পৃথিবী তিনি সৃষ্টি করলেন, তারপর এল প্রথম মানব ও মানবী, আদম ও হবাকে সৃষ্টি করার সময়।

ঈশ্বর কে? (ক্রমশঃ)

ঈশ্বর হলেন একমাত্র ঈশ্বর

দ্বি: বি: ৬:৪

কেবলমাত্র একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি বাইবেলে উল্লিখিত ঈশ্বর। **"আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু।"** মানুষ অনেক সময় নিজেদের মনগড়া দেব-দেবী ও প্রতিমা সৃষ্টি করেছে, যদিও তারা আদৌ ঈশ্বরের মত নয়। ঈশ্বর কথা

গীত ১১৫:২-৮
১করি: ১২:২

বলতে পারেন; এরা মূক। তিনি দেখতে পান; এরা অন্ধ। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করেন, এরা তা পারে না।

হয়তো আপনি মাটি, কাঠ বা ধাতু নির্মিত প্রতিমায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ঈশ্বর তাহলে কি? এর উত্তর হল, যা কিছুর উপর আমরা আস্থা রাখি, যেমন - আমাদের অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আমাদের সংস্কৃতি, এমন কি আমাদের আমিত্বও - এসবই হলো আমাদের নিজেদের সৃষ্টি করা দেবতা। কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, প্রতিমা বা অন্য কোন ধরণের দেব-দেবীর মত ঈশ্বর কোন মানুষের দ্বারা নির্মিত হন নি। বরং তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আমরাও তাঁরই সৃষ্টি এবং তিনিই সেই একমাত্র ঈশ্বর।

কোন প্রতিমা আপনাকে কিছুই দেয় না।

কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন এবং তিনি যা কিছু সর্বোত্তম আপনাকে তাই দেন।

ঈশ্বর পিতা

লূক ৩:৩৮

ঈশ্বর একজন আশ্চর্য্য প্রেমময় পিতা। বাইবেল বলে যে, আদম "ঈশ্বরের পুত্র" ছিলেন। কাজেই আদমের বংশধর যে আমরা, আমাদের সঙ্গে তাঁর পিতার সম্পর্ক।

পিতা যা করেন, তিনি আমাদের প্রতি তাই-ই করেন:

গীত ১৩৯:১৩-১৬
- তাঁর থেকেই আপনার উৎপত্তি - যদিও তা দৈহিকভাবে নয় এবং তিনি পরিকল্পনা করেছেন যে আপনি অন্য কারও মত নয়, কিন্তু আপনার মত হয়ে জন্মাবেন।

মথি ৬:২৫-৩৩
- তিনি আপনার প্রতি খেয়াল রাখেন। তিনি চান যেন আপনি অন্ন, বস্ত্র পান এবং সুরক্ষিত থাকেন।

ঈশ্বর এক আশ্চর্য্য পিতা

মথি ৬:২৬
গীত ৮:৩-৮

- তাঁর কাছে আপনার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে! অন্য যে কোনও জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে আপনার মূল্য অনেক বেশী বলে তিনি মনে করেন। তাই তাঁর সব সৃষ্টির ওপরে শাসন করার অধিকার ও মর্যাদা তিনি মানুষকে দিয়েছেন।
- তিনি আপনাকে ভালোবাসেন এবং আপনার সুখে তিনিও সুখী হন।
- প্রতিদিন তিনি আপনার সঙ্গে সহভাগীতা রাখার জন্য আকাঙ্খিত।

২ ঈশ্বর কেমন?

ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেল অনেক কিছু বলে। তাঁর সম্পর্কে আরও বেশী কিছু জানতে হলে সবচেয়ে ভালো পন্থা হলো ক্রমাগতঃ বাইবেল পড়ে যাওয়া। আজ এই পাঠ থেকে তাঁর বিষয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি শিখতে পারবেন।

ঈশ্বর মঙ্গলময়

১যোহন ৪:৮

ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি সবাইকে ভালোবাসেন। বাইবেল বলে যে, তিনি স্বয়ং প্রেম! তিনি আপনার বিষয়ে জানতেন, আপনাকে ভালোবাসতেন এবং এমনকি আপনার জন্ম হওয়ার আগেই তিনি আপনার জন্য সব পরিকল্পনা করে রেখেছেন। সুতরাং আপনি তাকে বিশ্বাস করতে পারেন। কোনও বিষয়ে আপনি কোন চিন্তা করার আগেই তিনি আপনার সেই চিন্তা জানেন। বাইবেলে বহু মানুষের কথা লেখা আছে যারা ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানায়।

গীত ১৩৬:১

"তোমরা সদাপ্রভুর স্তব কর; কেননা তিনি মঙ্গলময়; তাঁহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী।" এই ধরনের চমৎকার প্রশংসাগুনে গীতসংহিতা পুস্তকটি পরিপূর্ণ!

ঈশ্বর মহান

যিশাইয় ৪০:১০-১৫

আমরা যতদূর কল্পনা করতে পারি তার চেয়েও ঈশ্বর অনেক মহান। ভাববাদী যিশাইয়ের কথা শুনুন: **"কে আপন করতলে জলরাশি মাপিয়াছে; বিঘত দিয়া আকাশমণ্ডল পরিমাণ করিয়াছে, ... দেখ, জাতিগণ কলসের একটি জলবিন্দুর তুল্য ...।"** এর অর্থ হল, যদি আপনি ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে থাকেন, তাঁর সন্তান হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার একজন শক্তিশালী বন্ধু ও পিতা আছেন। তিনি আপনার সহায় ও বল এবং তিনি সর্বদা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

গীত ৪৬:১
লূক ১০:১৯

ঈশ্বর কেমন? (ক্রমশঃ)

ঈশ্বর পবিত্র ও ধার্ম্মিক

ঈশ্বর একাধারে পবিত্র ও ধার্মিক। এর অর্থ হল যা কিছু ভুল এবং পাপময়, তিনি তা ঘৃণা করেন। তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি জানেন কিভাবে আমরা প্রকৃতি ও পরস্পরের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারি। এই পৃথিবী বা অন্য কোনও মানুষকে ধ্বংস করার কোন অধিকার আমাদের নেই। তাই এই পৃথিবী ও মানব জীবন রক্ষার্থে এবং মন্দ বিষয় থেকে আমাদের দূরে রাখার জন্য ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যবস্থা ও নিয়ম করে দিয়েছেন।

দ্বি: বি: ৪:২৪ বাইবেল বলে ঈশ্বর অগ্নিস্বরূপ: **"কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ;"** তাঁকে মুখামুখী দেখার পর কেউই আর জীবিত থাকতে পারে না কারণ সব মানুষই পাপী। এর অর্থ কী? ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসেও বেঁচে থাকার সুযোগ কী কারও আছে? হ্যাঁ আছে! আমাদের জীবনের সব পাপ সত্ত্বেও যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের জন্য এক পথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর সঙ্গে সহভাগীতা রেখে জীবন যাপন করতে পারি। (পরবর্ত্তী পাঠে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।)

৩ ঈশ্বরকে আমি কি করে জানবো?

• বাইবেলের মাধ্যমে

ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বাইবেল। বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর বিষয়ে যা কিছু আমাদের জানা প্রয়োজন সে সবই বাইবেল আমাদের
গীত ১১৯:১৩০ কাছে প্রকাশ করে। ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আলোক প্রাপ্ত হই। এই জন্যই এই সমস্ত পাঠমালায় যা কিছু আছে সে সবই বাইবেল ভিত্তিক। বাইবেল সত্য, আর তাই বাইবেলের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

• পবিত্র আত্মার মাধ্যমে

পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর। এই পবিত্র আত্মাই আপনাকে এই পাঠ অধ্যয়ন শুরু করতে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। আপনি যখন বাইবেল পড়েন, তখন পবিত্র আত্মা এর উপর আলোকপাত
যোহন ১৬:১৩ করেন এবং এর গূঢ় অর্থ উন্মুক্ত করে দেন। "পবিত্র আত্মা ... পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।" আজ থেকেই আপনি এই প্রার্থনা করতে পারেন:

"হে পবিত্র আত্মা, তোমার বাক্য সকল আমার কাছে উন্মুক্ত করে দাও যেন আমি তা বুঝতে পারি এবং বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে পারি। যীশুর নামে চাই। আমেন।"

আপনাকে অভিনন্দন জানাই!

আপনার প্রথম পাঠক্রম অধ্যয়ন শেষ হয়েছে।
এখন যা কিছু শিখলেন এবার তাকে বাস্তবে কার্য্যকরী করার সুযোগ **বাইবেল অনুসন্ধান** আপনার সম্মুখে। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

ঈশ্বর এক আশ্চর্য্য পিতা

বাইবেল অনুসন্ধান

অনুশীলনী ১: গীতসংহিতা ৬২ এবং ১০৩ অধ্যায়ে ঈশ্বরের যে সব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

অনুশীলনী ২: "দেবতা" তিনিই যার উপর আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন। আজ আপনার দেবতা কে বা কি?

বাইবেল অনুসন্ধান (ক্রমশঃ)

অনুশীলনী ৩: আদিপুস্তক ১-২ অধ্যায়ের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীটি পড়ুন।
এবার তা সংক্ষেপে লিখুন:

অনুশীলনী ৪: ঈশ্বর পিতা আপনার জন্য চিন্তা করেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং সমস্যা সম্পর্কে কিছু শাস্ত্রবাক্য নীচে দেওয়া হল। অনুচ্ছেদগুলিকে আপনার বাইবেলে চিহ্নিত করুন (বা সেগুলির তলায় দাগ দিয়ে রাখুন) অথবা বিষয়ানুযায়ী পদগুলি লিখে রাখুন।

শান্তি:	যোহন ১৪:২৭
আরোগ্য:	যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬, মথি ৮:১৭, ১ পিতর ২:২৪
খাদ্য ও আশ্রয়:	মথি ৬:২৫-৩৩
ক্ষমা:	১ যোহন ১:৯
ভয়:	যিশাইয় ৪১:১০
আনন্দ:	যিশাইয় ৬১:৩
একাকীত্ব:	মথি ২৮:২০
শক্তি:	রোমীয় ৮:১১

বেশ!

এবারে যা কিছু শিখলেন তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে থাকুন।

কার্য্যের সময়

কার্য্যের মাধ্যমেই বিশ্বাস প্রকাশ পায় (যাকোব ২:১৭)

প্রতিটি পাঠে আমরা কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেব, কেননা যদি আমরা শুধু অধ্যয়ন করি, কথা বলি বা সে বিষয়ে চিন্তা করি অথচ ব্যবহারিক পদক্ষেপ না নিই তাহলে বিশ্বাস কার্য্য করতে পারে না।

• প্রশংসালয়

ঈশ্বরের প্রশংসা করা এবং তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কিভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হয় এখন তা শিখুন:

- ✓ আপনার বই, খাতাপত্র ইত্যাদি একপাশে **সরিয়ে রাখুন**।
- ✓ যদি সম্ভব হয় তাহলে ঈশ্বরের প্রতি সম্মানার্থে **উঠে দাঁড়ান** কিংবা **নতজানু হন**।
- ✓ **আপনার হাত তুলুন,** চোখ বন্ধ করুন এবং বলতে শুরু করুন: "ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ দিই, কেননা ...," এবং যে সকল চমৎকার কার্য্য তিনি করেছেন তার জন্য নিজের ভাষায় তাঁকে ধন্যবাদ দিন।
- ✓ যদি চান তাহলে, গীতসংহিতা ৬৩ অধ্যায়ের পদগুলি ব্যবহার করুন:

হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি সযত্নে তোমার অন্বেষণ করিব;
আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসু,
আমার মাংস তোমার জন্য লালায়িত ...
(আপনার বাইবেল দেখুন। প্রশংসার জন্য গীতসংহিতা ২৩, ৯১, ১৫০ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।)

দিনে **অন্ততঃ একবার** এইভাবে প্রশংসা করুন - আপনার বাকী জীবনের প্রত্যেকটি দিন ঈশ্বরের স্তবস্তুতি ও প্রশংসা দিয়ে আরম্ভ করা অতি উত্তম।

প্রশংসার জন্য আপনার স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা ১৫ মিনিট আগে **এলার্ম সেট** করে রাখুন এবং সেই নির্দিষ্ট সময়টি প্রভুর প্রশংসা করে অতিবাহিত করুন। **তিনি আপনাকে নিরাশ হতে দেবেন না।**

এক সঙ্গে তাঁর প্রশংসা করুন!

অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে ঈশ্বরের প্রশংসা করুন। নিয়মিতভাবে যদি তা করতে পারেন আপনার জীবনটা বদলে যাবে! (প্রেরিত ২:৪৬,৪৭)

স্মরণে রাখার জন্য

মুখস্থ করে ঈশ্বরের বাক্য বলুন

প্রতিটি পাঠের শেষে মুখস্থ করার জন্য কয়েকটি পদ দেওয়া হয়েছে। একটি আলাদা কাগজে তা লিখে নিন। প্রতিদিন বেশ কয়েকবার তা পড়ুন। বাসে যেতে যেতে, অবসর সময়ে, কিম্বা পরিবারের সঙ্গে যখন মিলিত হন - ধরুন, খাবার টেবিলে - তখন এগুলি পাঠ করুন।

"সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়!
তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী।" *গীত ১৩৬:১*

"ইহাতেই প্রেম আছে, আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম তাহা নয়। কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন এবং আপন পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন।" *যোহন ৪:১০*

"জীবনের দ্বার" - প্রাথমিক পাঠমালা

"জীবনের দ্বার" নামক পাঁচটি ধারাবাহিক পাঠমালার প্রথম পর্ব এইটি। এই পর্বে আপনি বাইবেলের প্রধান সত্যগুলিকে আবিস্কার করতে পারবেন এবং ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করার প্রথম জরুরী পদক্ষেপটি নিতে পারবেন। ধারাবাহিক পাঁচটি পাঠমালা হলো:

১. ঈশ্বর, এক আশ্চর্য্য পিতা।
২. ঈশ্বর, এক আশ্চর্য্য ত্রাণকর্ত্তা।
৩. আপনিও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পারেন।
৪. ঈশ্বরের বাক্য - এমন এক সত্য যা আপনাকে স্বতন্ত্র করে।
৫. আপনার নতুন জীবন।

বাইবেল পাঠের চাবিকাঠি হল:

- এমন এক পাঠক্রম যাতে ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- এটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, আবার দলগত অধ্যয়নের জন্যও ব্যবহার করা চলে।

এই পাঠক্রমের মূল ভিত্তি হলো বাইবেল, যা ঈশ্বরের শাশ্বত বাক্য। এই মহাশক্তিশালী বইটিতে আছে এই মর্ত্য জীবনে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও প্রত্যেকের জন্য ধার্মিকতা ও আনন্দ খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি।

আরো কিছু জানতে হলে এই ঠিকানায় যোগোযোগ করুন:

Copyright © 2000 Victura & InterMedia Services Ltd. All rights reserved. Printed in India 2002